



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম
উইকেয়ার প্রোগ্রাম

হাটিকামরুল - বনপাড়া - ঝিনাইদহ সড়ক
পর্যায় -১ (কুষ্টিয়া -ঝিনাইদহ -৬৬.৭ কিলোমিটার)

পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আরএইচডি)

সেপ্টেম্বর -২০২০

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা ও প্রকল্পের বর্ণনা

এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) হাটিকামরুল-বনপাড়া-ঝিনাইদহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। এই উন্নয়ন প্রকল্পটি মূলত দুটি ধাপে বিভক্ত এবং এর পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরপিএফ) টি প্রথম ধাপের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। যদিও প্রকল্পটির কার্যক্রমের পরিধি এখনো বিস্তারিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি, তথাপি জীবিকার উপর এর সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রভাব ও প্রশমন ব্যবস্থা এই পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরপিএফ) দ্বারা পরিচালিত হবে। সেই সাথে এটি প্রকল্পের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি), পরামর্শদাতা, ঠিকাদার এবং তাদের উপ-ঠিকাদারদের কাজ করার জন্য একটি ম্যানুয়াল হিসাবে কাজ করবে। আরপিএফ টি প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এটি সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) কর্তৃক জীবিকার উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করে। আরপিএফ টি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের (এমওআরটিবি) আওতাধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) আইনী নীতিমালা এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর পরিবেশগত এবং সামাজিক নীতি (ইএসপি) বিশেষতঃ ই এস এস ২: অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (ইএসএস ২) অনুসারে তৈরী।

প্রকল্পটি (কুষ্টিয়া - ঝিনাইদহ) এর বনপাড়া -ঝিনাইদহ থেকে ৬৬.৭ কিলোমিটার অংশে বিদ্যমান দ্বি-লেন কে চার লেনে উন্নীত করবে। প্রকল্প এলাইনমেন্টের সাথে “স্মার্ট হাইওয়ে” কার্যকর করতে এবং দেশের ব্রডব্যান্ড সংযোগকে প্রসারিত করতে প্রধান সড়কের উভয় পাশে ধীরে চলমান যানবাহনের জন্য ট্রাফিক লেন যুক্ত করবে এবং অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (ওএফসি) সরবরাহ করবে। প্রকল্পটি রাস্তা নির্মাণ, ওএফসি, পরামর্শ সেবা, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরঞ্জাম ক্রয় এবং আইটিএস সিস্টেমকে অর্থায়ন করবে।

আরপিএফ টি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২ (ইএসএস ২) এর চাহিদা অনুযায়ী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশমন ব্যবস্থার নীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করে। খুব নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আরপিএফ টি প্রকল্পের আওতাযুক্ত জমি অধিগ্রহণ, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক চ্যুতি এবং আরএইচডি কর্তৃক পুনর্বাসন পরিকল্পনা (আরপি) এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের নির্দেশনাস্বরূপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্পের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের (পিএপি) উপর বিরূপ অর্থ সামাজিক প্রভাব হ্রাস করা এবং প্রকল্পের হস্তক্ষেপের ফলে পিএপিগুলি যেন অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা।

আরএইচডি এই প্রকল্পের জন্য ২০১৯ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে সেনসাস, আর্থ-সামাজিক জরিপ (এসইএস) এবং ক্ষতির তালিকাকরণ (ইনভেন্টরী অব লসেস/ আইওএল) এর কাজ পরিচালনা করেছে। এডিবি সুরক্ষা নীতিমালা (এসপিএস ২০০৯) এর দিকনির্দেশনা অনুসারে আরএইচডি ২০১৯ সালে একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনাও তৈরি করেছে। যেহেতু এই প্রকল্পটিতে এডিবি নতুন করে আর অর্থায়নের বিষয়টি বিবেচনায় রাখে নি তাই আরপিএফ তৈরীর সময় আরপিতে চিহ্নিত সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহ এআইআইবি এর ইএসপি ও ইএসএস ২ অনুসারে করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে আরএইচডি রাস্তাটির নকশা হালনাগাদ করেছে এবং বিস্তারিত নকশাটি শেষ হয়ে গেলে ইএসপি, ইএসএস ২ এবং এই আরপিএফের নির্দেশিকাগুলির সাথে মিল রেখে নতুন আরেকটি আরপি প্রস্তুত করা হবে।

সাম্প্রতিক কালে কোভিড- ১৯ মহামারিটি বাংলাদেশকে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে এটি এই প্রকল্পকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এর সুপারিশমালা ও সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক নীতিসমূহের সাথে মিল রেখে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণই হবে পরবর্তী আরপি প্রস্তুতের মূল ভিত্তি।

প্রকল্পের কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়কের জন্য পরিচালিত সামাজিক প্রভাব নিরীক্ষণ (এসআইএ) এর উপর ভিত্তি করে সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহকে ক্যাটাগরী "এ" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আশঙ্কা করা যাচ্ছে যে, প্রকল্পের প্রধান সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহ মূলত নির্মাণকালীন সময়ে ঘটবে এবং এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: (i) সম্ভাব্য রাইট অব ওয়ে (আরওডব্লিউ) বরাবর প্রায় ৮০,০০০ গাছ কাটা; (ii) করিডোর, নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন রুট, প্রকল্পের অভ্যন্তর ও নির্মাণ এলাকার শ্রমিক ও স্থানীয়দের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা; (iii) রাইট অব ওয়ে (আরওডব্লিউ) এর সাথে শহর ও উপশহর কেন্দ্রগুলিতে জনসংখ্যার বহিঃপ্রকাশ, শব্দদূষণ, কম্পন, বায়ু দূষণ এবং ট্রাফিক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিতে পরিবহন রুট; (iv) সম্ভাব্য রাইট অব ওয়ে (আরওডব্লিউ) বরাবর উল্লেখযোগ্য জমি অধিগ্রহণ; (v) প্রায় ১৭০০ টি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাস্তুচ্যুত হওয়া ঘরবাড়ি এবং কিছু মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা ও কবরস্থান; (vi) আরওডব্লিউ বরাবর ও

বাজার, যেখানে কিছু গ্রামীণ রাস্তা, লজিস্টিক ও বাজার কাঠামো নির্মিত বা পুনর্বাসিত হবে সেখানে বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক চ্যুতি; এবং (vii) নির্মাণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি। প্রকল্পটি মূলত অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করবে, তবে দক্ষ শ্রমিকরা দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও আসতে পারেন; সুতরাং, শ্রমিকদের এই আগমন থেকে সৃষ্ট মাঝারি থেকে বড় রকমের ঝুঁকিও অনেকটা অনুমেয়।

প্রকল্পের কম্পোন্যান্ট সমূহ

প্রকল্পের কম্পোন্যান্ট সমূহ নিম্নরূপঃ

কম্পোন্যান্ট ১- সিভিল ওয়ার্কস: বনপাড়া-ঝিনাইদহ সড়কের কুষ্টিয়া থেকে বনপাড়া এর লালন শাহ সেতু পর্যন্ত ৬৬.৭ কিলোমিটার অংশের যানবাহন চলাচলের পথ (রোডওয়ে) এবং ওএফসি সিভিল ওয়ার্কস (নালা, হ্যান্ডহোলস, ম্যানহোল) এর উন্নতি।

কম্পোন্যান্ট ২- নির্মাণ তদারকি ও প্রকল্প পরিচালনা: নির্মাণটির পর্যালোচনা, অনুমোদন ও পূর্ণ-সময়ব্যাপী নির্মাণ তদারকির জন্য পরামর্শ সেবা।

কম্পোন্যান্ট ৩- সরঞ্জাম ক্রয়: জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে আরএইচডি এর সম্পদ পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) এর প্রধান সরঞ্জামাদি এবং ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম (আইটিএস) এর সরঞ্জাম ক্রয়।

বেসলাইন তথ্যের সংক্ষিপ্তসার, সম্ভাব্য প্রভাব এবং ঝুঁকিসমূহ

প্রকল্পের কারণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সকল খানার সাথে পরামর্শ, আর্থ-সামাজিক জরিপ ও একটি সেনসাস এর ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব, ঝুঁকি, আর্থ-সামাজিক এবং বেসলাইন অবস্থার নিরীক্ষণ করা হবে। প্রকল্পের প্রভাব এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে মাঠ পর্যায়ে খানা ও সম্প্রদায় (কমিউনিটি) স্তরে বিভিন্ন সমীক্ষা এবং অংশীদারদের সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হবে। প্রস্তাবলীতে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত খানার ক্ষতির একটি তালিকা থাকবে, যার মধ্যে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো অর্থাৎ ঘর - বাড়ি, কৃষিজমি, গাছপালা এবং প্রতিটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সম্পদের বিবরণ থাকবে। ব্যবসায়িক/ বাণিজ্যিক কাঠামোর পাশাপাশি প্রকল্পের রাইট অব ওয়ে সংলগ্ন সাধারণ ও সম্প্রদায়গত (কমিউনিটি) অবকাঠামোর তালিকাও জরীপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এডিবি এর টিএ তহবিলের সহায়তা ও সম্ভাব্য নকশার ভিত্তিতে ২০১৯ সালে আরএইচডি এই একই সড়কে সেনসাস, আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা (এসইএস) এবং ক্ষতির তালিকা (আইওএল) প্রস্তুত করেছে। আরপিএফ প্রস্তুতির সময়, প্রাথমিক প্রভাব ও ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করতে আরএইচডি ২০১৯ সালের সামাজিক অধ্যয়নের ফলাফলগুলি বিবেচনা করেছে এবং সেই সাথে পরামর্শকদের নিয়ে নির্বাচিত নমুনা সাইটসমূহ পরিদর্শন করেছে। বিভিন্ন অংশীদারদের (স্টেকহোল্ডার) সাথে আলোচনা ও পরামর্শের সময় স্থানীয় লোকজন মতামত দিয়েছেন যে, আরএইচডি এর এই রাস্তা নির্মাণ স্থানীয় লোকদের অর্থনীতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বাণিজ্য, পরিবহন উন্নয়ন, অবকাঠামো সম্প্রসারণ সহ স্থানীয় মানুষের জীবিকার সুযোগ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। সেই সাথে এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের শিল্প এবং নগরায়ন প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখবে।

আরএইচডি এখনও বিস্তারিত নকশা চূড়ান্ত করতে পারেনি। আরএইচডি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপ-প্রকল্প নির্বাচন চূড়ান্ত করবে, তারপর সেনসাস, ক্ষতির তালিকা (আইওএল) ও আর্থ-সামাজিক জরিপ (এসইএস) এর ভিত্তিতে মূল প্রকল্পের প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করবে। তবে, প্রস্তাবিত আরএইচডি প্রোগ্রামের সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি নির্মাণ পর্যায়ে পুরোপুরিভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে: (i) সম্প্রসারিত রাইট অব ওয়ে বরাবর/ সংলগ্ন ভূমি অধিগ্রহণ, হুকুমদখল ও ঐচ্ছিক জমি দান; (ii) সাধারণ সম্পদ (সিপিআর) সহ আবাসিক এবং বাণিজ্যিক খানা সমূহের স্থায়ী অথবা অস্থায়ী চ্যুতি; (iii) আরওডব্লিউ বরাবর ও বাজার অঞ্চল, যেখানে কিছু গ্রামীণ রাস্তা নির্মিত বা পুনর্বাসিত হবে সেখানে বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী অর্থনৈতিক চ্যুতি; (iv) গাছপালা ও ফসলের ক্ষতি; (v) লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) ও সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি ইত্যাদি। তবে, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ধাপে অর্থনীতির উপর উন্নত সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সড়ক সুরক্ষার প্রভাব অনেকটাই ইতিবাচক হবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত প্রকল্প করিডোরের অংশটি এআইআইবি প্রকল্প করিডোরের একটি সহযোগী সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিবেশগত ও সামাজিক (ইএন্ডএস) নিরীক্ষণ ও নথিসমূহ মূলত পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো (ইএসএফ) অনুসারেই প্রস্তুত করা

হবে এবং বাদবাকী কার্যক্রম বিশ্বব্যাংক পরিচালনা করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়, সরকার বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি এর ইএসএস অনুসারে সকল প্রকল্প করিডোরের ইএসএস ঝুঁকি ও এর প্রভাবসমূহ তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেই সাথে সমস্ত তদারকির রেকর্ড ও প্রকল্পের সাইটসমূহ বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি উভয় পক্ষের জন্যই প্রবেশগম্য কিনা তা নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক এবং এআইআইবি যৌথ তদারকি মিশনও পরিচালনা করবে।

পুনর্বাসনের নীতি, আইন ও সরকারী নীতিমালা

প্রকল্পটি এআইআইবি এর পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২ (ইএসএস ২) সহ পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি (ইএসপি) এর সাথে মিল রেখে বিশ্বব্যাংক এর অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন, পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (ইএইচএস) নির্দেশিকা এবং সেই সাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রাসঙ্গিক আইনের সমন্বয়ক্রমেই বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের কম্পোন্যান্ট অনুদানের উৎস নির্বিশেষে এই আরপিএফ টি যে সকল কম্পোন্যান্ট এ অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন হয়েছে সে সকল কম্পোন্যান্ট এর জন্য প্রযোজ্য। যে সকল কার্যক্রমের ফলে প্রকল্পে প্রত্যক্ষ ও বস্তুগতভাবে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের সম্ভাবনা রয়েছে সেসকল ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। প্রকল্প কার্যকর করার জন্য এটি প্রয়োজনীয় তবে যদি প্রকল্পটির অস্তিত্ব না থাকে তাহলে এটি আর গৃহীত হবে না।

স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন, ২০১৭ (এআরআইপিএ) হচ্ছে বাংলাদেশের ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখলের জন্য বিশিষ্ট ডোমেইন পরিচালিত প্রধান আইন। এআরআইপিএ ২০১৭ এর ধারা ৪ থেকে ধারা ১৯ পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ও ধারা ২০ থেকে ধারা ২৮ পর্যন্ত ভূমি হকুমদখল প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। এআরআইপিএ ২০১৭ অনুযায়ী, এই ধরনের অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জমি, কাঠামো, গাছ, ফসল এবং ঘটে যাওয়া অন্য যেকোনো ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। জেলা প্রশাসক (ডিসি) এআরআইপিএ ২০১৭ এর ধারা ৪ (১) মোতাবেক অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার তারিখে অধিগ্রহণকৃত সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করবেন। স্থায়ী ফসল, অবকাঠামো এবং উপার্জনের ক্ষতি হ্রাসের জন্য ডিসিগণ সেখানে তাদের নির্ধারিত মূল্য শতকরা ২০০ ভাগ এবং আরও ১০০ ভাগ প্রিমিয়াম হিসেবে বৃদ্ধি করবেন। নির্ধারিত এমন ক্ষতিপূরণকে আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) বলা হয়। যদি অধিগ্রহণকৃত জমি ভাড়াটে (বর্গাচাষী) দ্বারা আইনানুগভাবে লিখিত চুক্তির আওতায় ফসলের চাষ হয় তবে আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে সেই ভাড়াটেদের চুক্তি অনুরূপ নগদ অর্থ প্রদান করতে হবে। এআরআইপিএ ২০১৭ এর ধারা ৪(১৩) অনুযায়ী জনসাধারণের কল্যাণে যদি কোনো সাধারণ সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পরে সেক্ষেত্রে তা অধিগ্রহণ করার অনুমতি আছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত জায়গায় অন্যত্র সমপরিমাণ সম্পদ প্রদান বা পুনরায় সে সকল সাধারণ সম্পত্তি নির্মাণ করে দিতে হবে।

যেহেতু এআইআইবি এর পরিবেশগত এবং সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএস) কে এশিয়ার অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি ও ফলাফল অর্জনের মৌলিক দিক হিসাবে বিবেচনা করে তাই পরিবেশ ও সামাজিক টেকসই সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাধানের লক্ষ্যে এআইআইবির ইএসএস অনুসরণ করা হয়। এই তদারকির উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের উন্নয়নের ফলাফল অর্জনকে এমন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সহজ করে তোলা যা প্রকল্পের মধ্যে পরিবেশ ও সামাজিক পরিচালনকে একীভূত করে। এআইআইবির তিনটি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএস) রয়েছে, যাতে বাধ্যতামূলক ভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে :

ইএসএস ১: পরিবেশগত এবং সামাজিক নিরীক্ষণ ও পরিচালনা (ইএসএস ১);

ইএসএস ২: অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (ইএসএস ২);

ইএসএস ৩: আদিবাসী জনগোষ্ঠী (ইএসএস ৩)।

ইএসএস ২ অনুসারে, এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এড়ানোর কোনো বিকল্প পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে, পুনর্বাসনের কার্যক্রমটি টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচী হিসাবে কল্পনা এবং পরিচালিত হয় কিনা এআইআইবির ক্লায়েন্টকে তা নিশ্চিত করতে হবে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের শিকার হওয়া ব্যক্তির প্রকল্পের সুবিধাসমূহ ভোগ করতে পারছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ক্লায়েন্টকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য প্রদান করতে হবে।

কোনো অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা কাঠামো অথবা পুনর্বাসন পরিকল্পনা (আরপি) প্রস্তুত করতে হবে যা প্রকল্পের প্রভাবের পরিমাণ এবং মাত্রার সাথে সমানুপাতিক। প্রকল্পের প্রভাবের মাত্রাসমূহ (ক) অর্থনৈতিক এবং শারীরিক উভয় দিক

থেকে স্থানচ্যুত ব্যক্তির সামগ্রিক সুযোগ-সুবিধা এবং (খ) পিএপি'র দুর্বলতার পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রকল্পের একটি সামাজিক প্রভাব নিরীক্ষণের (এসআইএ) জন্য প্রকল্পের সাথে সামাজিক ঝুঁকির একটি বিশদ বিশ্লেষণ যুক্ত হবে যা আরপি এর পরিপূরক। প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির (পিএপি) যাতে পূর্বের অবস্থা থেকে আরও খারাপ অবস্থানে না যায় এবং পুনর্বাসনের ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানের যেন উন্নতি হয় সেজন্য প্রকল্পের আরপিএফ এবং আরপি যে সকল নীতিমালা অনুসরণ করে তা হলো: অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের সাথে সম্পর্কিত প্রভাবগুলি নিশ্চিত করা, পুনর্বাসনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো জমি অধিগ্রহণ, জমি ব্যবহারের মালিকানা বা অধিকার পরিবর্তন, যে কোনো স্থানচ্যুতি এবং পিডিপিগুলির জীবিকা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা প্রশমন ইত্যাদি। এছাড়াও, ইএসএস ২ এর চাহিদা অনুসারে ক্লায়েন্ট পুনর্বাসনের পরামর্শ প্রক্রিয়াতে এই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবে।

পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় হস্তক্ষেপের সাথে কম্পোন্যান্ট এবং উপ-কম্পোন্যান্টসমূহের স্ক্রিনিং প্রয়োজন। উপ প্রকল্পগুলির জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহ নিশ্চিত হওয়ার পরপরই প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্যায়ে সামাজিক স্ক্রিনিং শুরু হবে। উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ সামাজিক স্ক্রিনিং দ্বারাই প্রাথমিকভাবে নিরীক্ষণ করা হবে। স্ক্রিনিংটি মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধানের সময় বিবেচনা করা যেতে পারে এমন সমস্যা চিহ্নিত করতে ও পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলির প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও সময়কাল সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবে। প্রকল্প চক্রের শুরুর দিকে এড়ানো কিংবা কমানো যায় এমন সুযোগসমূহ চিহ্নিত করতেও এটি সাহায্য করবে যেনো নকশার প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়। নিয়ন্ত্রক ছাড়পত্র (যদি থাকে) পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণ ও সময়সীমার সুযোগ চিহ্নিত করতেও স্ক্রিনিংটি সাহায্য করবে। যদি অদূর ভবিষ্যতে আরপি, এআরএপি এর মতো আরো নিরীক্ষণ ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় তবে সেগুলো এই আরপিএফ এ প্রদত্ত নির্দেশিকাসমূহ অনুসারেই প্রস্তুত করা হবে।

ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্যতা ও ক্ষতিপূরণ নীতিমালা

পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরপিএফ) সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির (জমি, ফসল/গাছপালা, অবকাঠামো, ব্যবসা/ কর্মসংস্থান, এবং কর্মদিবস/মজুরি) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যোগ্যতা এবং নিয়মনীতি নির্ধারণ করে। প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শিরোনামধারী মালিক বা ভাড়াটেক্সত সবাইকে হারানো সম্পদের (ফসল, কাঠামো, গাছপালা অথবা ব্যবসায়িক ক্ষতি) ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে এবং তারা (ক)প্রতিস্থাপন ব্যয় এর সাথে মিল রেখে ক্ষতিপূরণ, এবং (খ) প্রতিস্থাপিত জমি, অবকাঠামো, চারা, অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তা যেমন স্থানান্তর ভাতা, অবকাঠামো পুনর্গঠনে সহায়তা, কর্মদিবস/আয়ের ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে।

প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যারা এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য তা নিয়ে দেওয়া হলো:

- প্রকল্পের কার্যকলাপ দ্বারা অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে যে সকল ব্যক্তির অবকাঠামো আংশিক বা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত;
- প্রকল্পের কার্যকলাপ দ্বারা অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে যে সকল ব্যক্তির আবাসিক বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্র/কৃষিজমি(বা অন্যান্য উৎপাদনশীল জমি) আংশিক বা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত;
- প্রকল্পের কার্যকলাপ দ্বারা অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে যে সকল ব্যক্তির ব্যবসাবাণিজ্য আংশিক বা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত;
- প্রকল্পের জন্য অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে যে সকল কর্মী, শ্রমিক বা বর্গাচারীদের চুক্তি ক্ষতিগ্রস্ত;
- প্রকল্পের জন্য যে সকল ব্যক্তির ফসল (বার্ষিক এবং বারোমাসি) এবং গাছপালা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত;
- সামাজিক সাধারণ সম্পত্তি যেমন মসজিদ, মাদরাসা, কবরস্থান, মন্দির, ঈদগাহ, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি জায়গা সমূহে সচরাচর গমনকারী ব্যক্তিদের প্রকল্পের জন্য আংশিকভাবে বা সামগ্রিকভাবে চলাফেরা ব্যহত হওয়া।

প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (পিএপি) ছাড়া আরও ডব্লিও এর সীমানার মধ্যে পড়ে এমন যে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত সত্তা ক্ষতিপূরণের জন্য উপযুক্ত। যদি কোনো সাধারণ সম্পত্তি (সিপিআর) ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এরকম সম্পত্তির ক্ষতি এড়ানো সম্ভব না হয়, তবে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন (এআরআইপিএ) ২০১৭ এর ধারা ৪ (১৩) এবং ২০ (১) অনুযায়ী সিপিআরগুলিকে অধিগ্রহণ বা হকুমদখলের জন্য নিষিদ্ধ অনুরোধ করা যাবে। তবে, কোনো সিপিআর ক্ষতিগ্রস্ত করার আগে সকল ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সিপিআর ভেঙে ফেলার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে পুনরায় তা তৈরী করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো স্কুল প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলটি ভেঙে ফেলার আগে একটি নতুন স্কুল তৈরী করতে হবে। মসজিদ,

মন্দির, গীর্জা এবং কবরস্থান ইত্যাদির মতো সংবেদনশীল অবকাঠামো এবং সিপিআর এর জন্য আরএইচডি এবং এর পরামর্শদাতারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সম্প্রদায়ের লোকজন এবং পরিচালনা কমিটির সাথে কাজ করবে। বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন (এআরআইপিএ) ২০১৭ অনুসারে, সামাজিকভাবে সংবেদনশীল সিপিআরগুলির কয়েকটি (গীর্জা, মন্দির এবং কবরস্থান) প্রকল্প দ্বারা অধিগ্রহণ করা যাবে না। শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের পরামর্শ এবং সম্মতিতে এগুলি ক্রয় এবং স্থানান্তরিত করা যাবে। যদি এটি সম্ভব না হয় তবে প্রকল্পটিকে এই অবকাঠামো সমূহের যেন ক্ষতি না হয় সেজন্য পার্শ্বপথ (বাই-পাস) এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিকল্প আরওডব্লিউ নির্বাচন করতে হবে।

ক্ষতিপূরণ নীতিমালা (এনটাইটেলেমেন্ট ম্যাট্রিক্স)

| ক্ষতিপূরণের ধরণ | ক্ষতিপূরণ |
|--|---|
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ১: কৃষিজমি, বাসস্থানের জমি, বাণিজ্যিক জমি, জলাশয় (পুকুর) অধিগ্রহণ | |
| আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক আইনী মালিকদের শনাক্ত করবেন। | <ul style="list-style-type: none"> জমির মালিকরা আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) এর আওতায় জমির বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী (মৌজামূল্য) ২০০% প্রিমিয়াম পাবেন। সম্পত্তি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (পিএভিসি) দ্বারা প্রস্তাবিত প্রতিস্থাপন ব্যয় (আরভি) এবং স্থানান্তর ভাতা নির্ধারণ করা হবে। প্রতিস্থাপন ব্যয় (আরভি) যদি সিসিএল এর চেয়ে বেশি হয় তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) তা প্রদান করবে। অবশিষ্ট জমি যদি ব্যবহারের অযোগ্য হয় তবে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণটি মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে (অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত জমি এবং অব্যবহৃত অবশিষ্ট জমি)। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ২: কৃষিজমি, বাসস্থানের জমি, বাণিজ্যিক জমি, জলাশয় (পুকুর) হকুমদখল | |
| সিসিএল প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক আইনী মালিকদের শনাক্ত করবেন। | <ul style="list-style-type: none"> স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন, ২০১৭ (এআরআইপিএ) এর নীতিমালা অনুসরণ করে জেলা প্রশাসক (ডিসি) জমির মালিক এবং আরএইচডি এর সাথে আলোচনা করে জমির ভাড়া নির্ধারণ করবেন। যদি জমি ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় তবে তার প্রতিস্থাপন ব্যয় (আরভি) এবং স্থানান্তর ভাতা সম্পত্তি মূল্যায়ন উপদেষ্টা কমিটি (পিভিএসি) কর্তৃক প্রদান করা হবে। জমি বা সম্পদ যদি তৃতীয় পক্ষকে ইজারা দেওয়া থাকে, তৃতীয় পক্ষের ক্ষতিপূরণ এবং মালিকদের আয়ের ক্ষতি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদান করা হবে। অবশিষ্ট জমি যদি ব্যবহারের অযোগ্য হয় তবে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণটি মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে (ক্ষতিগ্রস্ত জমি এবং অব্যবহৃত অবশিষ্ট জমির উপর ভিত্তি করে)। হকুমদখল সর্বোচ্চ ২ বছর হতে পারে। জমিটি আগে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় জেলা প্রশাসক এবং জমির মালিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ৩: শিরোনামধারী জমি, আবাসিক, বাণিজ্যিক কাঠামোর ক্ষতি | |
| সিসিএল প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক আইনী মালিকদের শনাক্ত করবেন। | <ul style="list-style-type: none"> আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) এর মধ্যে ১০০% প্রিমিয়াম বা প্রতিস্থাপন ব্যয় (আরভি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিস্থাপন ব্যয় (আরভি) যদি সিসিএল এর চেয়ে বেশি হয় তবে আরএইচডি তা টপ-আপ(top-up) হিসাবে প্রদান করবে। আসল খরচের উপর ভিত্তি করে প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করা হবে যাতে শ্রমিক এবং পরিবহন এর ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আসল খরচের উপর ভিত্তি করে জমি পুনর্গঠন ব্যয় নির্ধারণ করা হবে যাতে জমি উন্নয়ন, শ্রমিক এবং পরিবহন এর ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আরএইচডি এর পরিবেশগত ও সামাজিক চক্রকে (আরএসইসি), স্থানীয় সরকার এবং আরএসি (RAC) এর সহযোগিতায় আরএইচডি ক্ষতিগ্রস্ত খানার বিকল্প আবাসিক বা |

| | |
|--|--|
| | <p>বাণিজ্যিক সাইটগুলি সনাক্ত করার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● মালিককে বিনামূল্যে উদ্ধারযোগ্য সকল মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। ● পিভিএসি এবং আরএসইসি এর মাধ্যমে প্রকৃত দাম এবং ক্ষতিগ্রস্ত খানার সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে স্থানান্তর করা যাবে না এমন কাঠামোর জন্য নিষ্পত্তি ব্যয় নির্ধারণ করা হবে। |
| <p>ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ৪: শিরোনামহীন(Non -titled)জমি, আবাসিক, বাণিজ্যিক কাঠামোর ক্ষতি (অবৈধভাবে জমি ব্যবহারকারী(Squatter)/ অস্থায়ী বিক্রেতা(vendor)/ ইজারাদার (encroacher)</p> | |
| <p>শিরোনামহীন জমির মালিক, অস্থায়ী বিক্রেতা এবং ইজারাদার যাদের আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাঠামো রয়েছে [সেনসাসের সময় সরকারী জমিতে পাওয়া (স্থানান্তর এবং স্থানান্তরযোগ্য নয়) এমন অবকাঠামো]</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● পিভিএসি এবং আরএসইসি ক্ষতিগ্রস্ত খানার সাথে পরামর্শ করে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করবেন। ● আসল খরচের উপর ভিত্তি করে প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করা হবে যাতে শ্রমিক এবং পরিবহন এর ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ● আসল খরচের উপর ভিত্তি করে জমি পুনর্গঠন ব্যয় নির্ধারণ করা হবে যাতে জমি উন্নয়ন, শ্রমিক এবং পরিবহন এর ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ● আরএসইসি, স্থানীয় সরকার এবং আরএসি এর সহযোগিতায় আরএইচডি ক্ষতিগ্রস্ত খানার বিকল্প আবাসিক বা বাণিজ্যিক সাইটগুলি সনাক্ত করার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করবে। ● বিনামূল্যে উদ্ধারযোগ্য সকল মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য মালিককে অনুমতি দেওয়া হবে। ● পিভিএসি এবং আরএসইসি এর মাধ্যমে প্রকৃত দাম এবং ক্ষতিগ্রস্ত খানার সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে স্থানান্তর করা যাবে না এমন কাঠামোর জন্য নিষ্পত্তি ব্যয় নির্ধারণ করা হবে। |
| <p>ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ৫: শিরোনামধারী বা শিরোনামহীন সাধারণ সম্পত্তির (সিপিআর)ক্ষতি</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● সিসিএল প্রদানের প্রক্রিয়ায় ডিসি দ্বারা চিহ্নিত আইনী মালিক (জমি, অবকাঠামো, গাছ বা অন্যান্য সম্পদ)। ● সেনসাস ও তালিকাভুক্ত জিনিসপত্র যাচাই কমিটি (আইভিসি) দ্বারা চিহ্নিত রাইট অব ওয়ে (আরওডব্লিও) এর ভিতরে আছে এমন ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ (কাঠামো, গাছ বা অন্য কোনো সম্পদ) | <ul style="list-style-type: none"> ● শিরোনামধারী জমির মালিকরা আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) এর আওতায় জমির বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী (মোজা মূল্য) ২০০% প্রিমিয়াম পাবেন। ● প্রতিস্থাপন ব্যয় (আরভি) যদি সিসিএল এর চেয়ে বেশি হয় তবে আরএইচডি তা টপ-আপ(top -up) হিসাবে প্রদান করবে। ● আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) এ জমি ব্যতীত অন্য সম্পদের জন্য ১০০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (শিরোনামধারী মালিক এর জন্য প্রযোজ্য)। ● জমি ছাড়া অন্য সম্পদের প্রতিস্থাপন ব্যয় (আরভি) যদি সিসিএল থেকে বেশি হয় তবে আরএইচডি টপ-আপ হিসাবে তা প্রদান করবে। ● শিরোনামহীন জমির মালিকরা জমি ব্যতীত গাছপালা, অবকাঠামো ও অন্যান্য সম্পদের জন্য প্রতিস্থাপন ব্যয় (আরভি) পাবেন। ● আসল খরচের উপর ভিত্তি করে প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করা হবে যাতে শ্রমিক এবংপরিবহন এর ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ● আসল খরচের উপর ভিত্তি করে জমি পুনর্গঠন ব্যয় নির্ধারণ করা হবে যাতে জমি উন্নয়ন, শ্রমিক এবং পরিবহন এর ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ● বিনামূল্যে উদ্ধার যোগ্য সকল মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য মালিককে অনুমতি দেওয়া হবে। ● পিভিএসি এবং আরএসইসি এর মাধ্যমে প্রকৃত দাম এবং ক্ষতিগ্রস্ত খানার সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে স্থানান্তর করা যাবে না এমন কাঠামোর জন্য নিষ্পত্তি ব্যয় নির্ধারণ করা হবে। ● প্রকল্পটি পরিচালনা কমিটি অথবা সমাজের লোকজনের সাথে পরামর্শ করে একটি নতুন সামাজিক সম্পত্তি তৈরি করবে। ● নতুন কিছু তৈরি না করা পর্যন্ত কোনো সামাজিক সম্পত্তি ধ্বংস করা যাবে না। |
| <p>ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ৬:কাঠ, ফলগাছ, বাঁশ এবং কলাবাগানের ক্ষতি</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● সিসিএল প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক (ডিসি) | <ul style="list-style-type: none"> ● কাঠ গাছ এবং বাঁশ: গাছ এবং বাঁশের প্রতিস্থাপন ব্যয়। ● ফলজ গাছ: যদি গাছ ফল ধরার পর্যায়ে বা কাছাকাছি পর্যায়ে হয় তবে ফলের আনুমানিক |

| | |
|--|---|
| <p>আইনী মালিকদের শনাক্ত করবেন।</p> <ul style="list-style-type: none"> • সেনসাস এর মাধ্যমে চিহ্নিত এবং সম্পত্তি মূল্যায়ন উপদেষ্টা কমিটি (পিভিএসি) দ্বারা যাচাইকৃত মালিকগণ যাদের সরকারী বা অন্য জমিতে গাছ রয়েছে। | <p>বর্তমান বাজার মূল্য।</p> <ul style="list-style-type: none"> • কাঠসহ ফলজ গাছ: আনুমানিক বর্তমান বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করে কাঠ ও ফলমূল্যের প্রতিস্থাপন ব্যয় দেওয়া হবে। • কলা বাগান : বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী গাছপালা এবং যে সকল এক ফসলি জমিতে ফসল ফলানো আছে তাদের প্রতিস্থাপন ব্যয় দেওয়া হবে। • আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ অথবা প্রতিস্থাপন ব্যয় প্রদানের পর মালিকরা বিনা খরচে তাদের গাছ বিক্রি এবং কাঠ নেওয়ার অনুমতি পাবেন। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ৭: বিদ্যমান স্থায়ী ফসল / মাছের ঘেরের ক্ষতি | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ডিসি এবং আরএইচডি দ্বারা যৌথ যাচাইকরণের মাধ্যমে চিহ্নিত মালিক এবং চাষীরা। • সেনসাস এবং পিভিএসি এর যাচাই অনুসারে সামাজিক ভাবে স্বীকৃত ফসল / মাছের ঘের এর মালিক • বর্গাচাষী | <ul style="list-style-type: none"> • আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) এ শিরোনামধারী জমির মালিক ও বর্গাচাষীদের জন্য ১০০% প্রিমিয়াম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। • আইনী মালিক এবং বর্গাচাষীদের জন্য ডিসি'র আইনের অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ থেকে ১০০% টপ-আপ প্রদান করা হবে। • অবৈধ ভাবে জমি ব্যবহারকারী বা বর্গাচাষীরা যদি সরকারী জমিতে কোনো ফসল লাগিয়ে থাকে তবে সেই ফসলের প্রতিস্থাপনের ব্যয় প্রদান করা হবে। • স্থায়ী ফসল সংগ্রহের জন্য সময়মতো ১ মাসের অগ্রিম নোটিশ জারি করা হবে। যদি সম্ভব না হয় তবে সম্পূর্ণ ফসলের মূল্য স্থায়ী ফসলের মূল্য প্রদান করা হবে। • বিদ্যমান স্থায়ী ফসল / মাছের ঘেরের জন্য প্রতিস্থাপন ব্যয় প্রদান করা হবে। • মালিকদের ফসল ও মাছের ঘের থেকে মাছ সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হবে। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ৮ : পুকুর বা জমির ইজারা / বন্ধক সংক্রান্ত ক্ষতি | |
| <ul style="list-style-type: none"> • আইনী কাগজপত্র সহ ইজারাদার • অনিবন্ধিত ভাড়াটের চুক্তি বা সামাজিক চুক্তির সাথে সামাজিক স্বীকৃত লিজ নেওয়া ব্যক্তি বা বর্গাচাষী | <ul style="list-style-type: none"> • ফসল / মাছের ঘের এর প্রতিস্থাপন ব্যয় • ইজারার টাকা চুক্তি অনুসারে মালিক কর্তৃক ইজারাদারকে ফেরত দেওয়া। • সম্পত্তি মূল্যায়ন উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ ও বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে স্থানচ্যুতির ভাতা নির্ধারণ করা হবে। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ৯ : বাস্তুচ্যুত বাগিচ্যিক / শিল্প খাত থেকে আয়ের ক্ষতি (মালিক পরিচালিত) | |
| <p>৪ ধারা নোটিশ জারি বা সেনসাসের সময়ে প্রাপ্ত মালিক, ব্যবসায়ী বা কারিগর এর ক্ষতি</p> | <ul style="list-style-type: none"> • পিএভিসি প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলের মাসিক গড় ভাড়ার হারের ভিত্তিতে বিকল্প ভাড়ার জন্য এককালীন সহায়তা এবং স্থানান্তর ভাতা হিসেবে তিন মাসের ভাড়া ব্যয় নির্ধারণ করবে। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ১০ : শিরোনামধারী এবং শিরোনামহীন মালিকদের আয়ের অস্থায়ী ক্ষতি (কৃষি, বাগিচ্য ও ছোট ব্যবসা ও শিল্পখাতে মজুরি উপার্জনকারী) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • জমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুর • শিরোনামহীন জমির মালিক | <ul style="list-style-type: none"> • নিয়মিত শ্রমিকদের দৈনন্দিন উপার্জনের এই অস্থায়ী ক্ষতি কাটাতে পিভিএসি কর্তৃক ৩০ দিনের জন্য প্রকল্প এলাকার গড় মজুরি নির্ধারণ করা হবে। • প্রকল্প দ্বারা আয় এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের সহায়তার ক্ষেত্র তৈরি হবে। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ১১: আবাসিক / বাগিচ্যিক খাত থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার ক্ষতি | |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> যে সকল মালিকের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা দোকানপাট ভাড়া দেওয়া আছে সে সকল মালিককে সেনসাস দ্বারা চিহ্নিত এবং পিভিএসি দ্বারা যাচাই করা হবে। খানা অথবা ব্যক্তি কোনো অবকাঠামোতে ভাড়া থাকে কিনা তা সেনসাস দ্বারা চিহ্নিত এবং পিভিএসি দ্বারা যাচাই করা হবে। | <ul style="list-style-type: none"> পিএভিসি প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলের মাসিক গড় ভাড়ার হারের ভিত্তিতে বিকল্প ভাড়ার জন্য এককালীন সহায়তা এবং স্থানান্তর ভাতা হিসেবে তিন মাসের ভাড়া ব্যয় নির্ধারণ করবে। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ১২: প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়দানকারী জনসংখ্যার উপর বিরূপ প্রভাব | |
| <ul style="list-style-type: none"> যে সব খানা আশ্রয়দানকারী গ্রামগুলোতে স্থানান্তরিত হয়েছে | <ul style="list-style-type: none"> আরএইচডি এর নির্ধারিত মূল্যায়ন অনুসারে আশ্রয় প্রদানকারী সম্প্রদায়ের সাধারণ নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলি বাড়ানো। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ১৩: মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ খানা এবং জীবিকা নির্বাহে সহায়তা প্রদান | |
| <ul style="list-style-type: none"> সেনসাস এর মাধ্যমে চিহ্নিত এবং সম্পত্তি মূল্যায়ন উপদেষ্টা কমিটি(পিএভিসি) দ্বারা যাচাইকৃত মালিকগণ যারা তাদের আয়ের উৎস থেকে ১০% এর বেশি আয় হারাচ্ছেন অবৈধভাবে জমি ব্যবহারকারী(স্কোয়াটার) | <ul style="list-style-type: none"> আয় বৃদ্ধির কর্মসূচির আওতায় গড়ে মাসিক আয় হ্রাস দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং সহায়তার ভিত্তিতে তিন মাসের জন্য আয় পুনরুদ্ধার অনুদান। আরএসি এবং / বা পিআইইউ এবং / বা আরএসইসি দ্বারা নির্ধারিত প্রতিটি মহিলাপ্রধান খানা , প্রতিবন্ধীপ্রধান খানা, বয়স্কপ্রধান খানা এবং দরিদ্র পরিবারের হিসাবে দুর্বল পরিবারকে এককালীন অর্থ প্রদানের বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় সকল বিক্রেতা এবং অবৈধভাবে জায়গা ব্যবহারকারীরা দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য যোগ্য হবে। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ১৪: প্রকল্পের অদেখা প্রভাব সমূহ | |
| <ul style="list-style-type: none"> পুনর্বাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের সময় চিহ্নিত অপ্রত্যাশিত যেকোনো প্রভাব দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত খানা / ব্যক্তি | <ul style="list-style-type: none"> পুনর্বাসনের নীতি কাঠামো অনুযায়ী ক্ষতিসমূহ নির্ধারণ করা হবে। |
| ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ১৫: প্রকল্প নির্মাণকালীন প্রভাব সমূহ | |
| <ul style="list-style-type: none"> শিরোনামধারী এবং শিরোনামহীন জমির মালিক, অবকাঠামো, গাছপালা অথবা যে কোনো ধরনের সম্পদের মালিক | <ul style="list-style-type: none"> পিভিএসি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিগ্রস্ত কোনো জমির অবকাঠামো, গাছপালা , ফসল / মাছের ঘের এর প্রতিস্থাপন ব্যয় / ক্ষতিগ্রস্ত জমি / সম্পদ এর মালিক; বিনামূল্যে উদ্ধারযোগ্য সকল মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য মালিককে অনুমতি দেওয়া হবে। |

ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী ১৬: স্বেচ্ছায় জমি দান

- সম্ভাব্য দাতা বা দাতাদেরকে প্রকল্প সম্পর্কে যথাযথভাবে ধারণা ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য প্রকল্পে কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা জানানো হয়েছে।
- সম্ভাব্য দাতাগণ জানেন যে তাদের জন্য জমি দান করা বাধ্যতামূলক নয় এবং তারা এটাও জানেন যে জমি অনুদানের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে লিখিতভাবে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- গোষ্ঠীর বা সমষ্টিগত জমির অনুদানের ক্ষেত্রে কেবল জমির ব্যবহার বা দখলে থাকা ব্যক্তির সম্মতিতে অনুদান ঘটতে পারে। আরএইচডি সকল পরামর্শ ও চুক্তির স্বচ্ছ রেকর্ড রাখবে; এবং
- অনুদান সংক্রান্ত সমস্ত পরামর্শ এবং দলিল তৈরীর পদ্ধতিগুলি ভালভাবে নথিভুক্ত এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ

পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রমের প্রাথমিক ধাপ হলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং প্রকল্পের আওতাধীন এলাকার লোকজনের সাথে পরামর্শ। অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, অনৈতিকভাবে বা অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের ফলে সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ আর্থ-সামাজিক জীবনে মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি হয় যা তাদেরকে প্রকল্পের ব্যাপারে আতঙ্কিত করে তোলে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো স্টেকহোল্ডার এবং প্রকল্পের সমর্থকদের মধ্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে, স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শ সভা এবং প্রকল্পে অংশ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি ২০১৯ সালে শুরু হয়েছিল এবং সমস্ত অধ্যয়ন এবং মূল্যায়ন করার পরে এটি এখন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরএইচডি এই সময়কালে, কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক অবকাঠামোর মালিক, রাস্তার পাশে দোকান মালিক, কর্মচারী, পরিবহন মালিক, অপারেটর, শিল্প মালিক ও কর্মচারী, দুর্বল দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ, মহিলা গ্রুপসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে ২টি পরামর্শ সভা এবং ১০ টি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি) করেছে। রাস্তা সারিবদ্ধকরণের পাশাপাশি মূল জায়গাগুলোতে (ইউপি অফিস, মার্কেট সেন্টারগুলি ইত্যাদি) বড় আকারের পরামর্শ সভারও আয়োজন করা হয়েছে। আরএইচডি প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা (ইউনিয়ন পরিষদ / উপজেলা / জেলা স্তর), এলাকার গন্যমান্য নেতাদেরও ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ) প্রতিবেদনে এর বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

এই পরামর্শ বা আলোচনা সত্ত্বেও, আরপিএফটি প্রকাশ করার এবং স্থানীয় লোকজনের প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণের সাথে নতুন দফায় পরামর্শ বা মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হবে। পরামর্শ বা মতবিনিময় সভায় এআইআইবি এর ইএসপি প্রয়োগের বিষয়ে লোকজনকে অবহিত করা, প্রকল্পের চূড়ান্ত ক্ষেত্র, অস্থায়ী ও স্থায়ী প্রভাবগুলির বর্ণনা, ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার জন্য পিএপি এর যোগ্যতা, অভিযোগ প্রক্রিয়া, জমি অধিগ্রহণের তফসিল, বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা, আরপিএফ এর চূড়ান্তকরণে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং প্রকল্পের সাথে জড়িত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হবে। পিএপি এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডারকে এই পরামর্শগুলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রমের আগে পরামর্শের সময়সূচী এবং স্থান জনসমক্ষে ঘোষণা করা হবে। কোভিড -১৯ সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং এআইআইবি এর বিধিনিষেধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এই আরপিএফের জন্য সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অথবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ নেওয়া হবে।

ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় আরপিএফ এর খসড়া ও চূড়ান্ত অনুলিপিসমূহ প্রকল্প এলাকা ও অনলাইনে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে পাওয়া যাবে:

১. স্থানীয় আরএইচডি কার্যালয়
২. স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের কার্যালয়
৩. আরএইচডি প্রকল্প অফিস

৪. সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়
৫. পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) বাস্তবায়নকারী এনজিও / ফার্মের কার্যালয়
৬. এআইআইবির প্রকল্প ওয়েবপৃষ্ঠা
৭. আরএইচডি'র প্রকল্প ওয়েবপৃষ্ঠা।

আরপিএফ এবং প্রকল্পের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া সমূহ নিম্নোক্ত মাধ্যমে জানানো যাবে:

১. ওয়েবসাইট: <http://www.rhd.gov.bd>
২. ইমেল: pd.wecare@rhd.gov.bd
৩. টেলিফোন নম্বর: ০২-৪৮৩২২৬৫৭; +৮৮০১৭৩০৭৮২৯১২
৪. ঠিকানা: ১৩২/৪ নিউ বেইলি রোড, ঢাকা -১০০০

এই প্রকল্পের পরামর্শ বা মতবিনিময় সভার অংশটি এসআইএ তে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পটি এসআইএ তে উল্লেখিত নিয়মনীতি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চক্রাকারে অনুসরণ করবে।

অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা (জিআরএম)

জমি মালিকদের আইনী প্রক্রিয়া শুরুতে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি থাকলে এআইআইপিএ ২০১৭ তা জানানোর অনুমতি দেয়। একবার আপত্তি শুনানো ও তার নিষ্পত্তি হয়ে গেলে, ভূমির মালিকরা প্রক্রিয়াটির পরবর্তী পর্যায়ে যে অভিযোগগুলি আনতে পারেন সেগুলো সমাধান করার কার্যত আর কোনো ব্যবস্থা নেই। যেহেতু আইনটি তাদের স্বীকৃতি দেয় না, তাই অধিগ্রহণকৃত জমির বিষয়ে আইনী শিরোনামধারী নয় এমন লোকদের অভিযোগ গ্রহণ করার এবং সমাধান করারও কোনো ব্যবস্থা নেই। জিআরএমের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পের সাথে জড়িত সামাজিক এবং পরিবেশগত উদ্বেগগুলি কমানো এবং এগুলো সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া প্রদান করা। বিগত প্রকল্পগুলির অভিজ্ঞতা অনুসারে, অভিযোগগুলিতে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকানা ও উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ, সেনসাস এ বাদ পড়া সম্পদ, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্যনির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, শব্দদূষণ, দুর্ঘটনা, লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা ও অন্যান্য সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যার কথা উল্লেখ ছিল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আরএইচডি অভিযোগ-নিরসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও প্রশমিতকরণের জন্য একটি পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এই পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত নির্দেশিকাগুলির প্রয়োগে যে কোনো অনিয়ম সম্পর্কে অভিযোগের সমাধানের জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক উপাদানসমূহের বিষয়ে মতামত গ্রহণ ও ক্লাউডভিত্তিক বহুমুখী উপায় উদ্ভাবনের জন্য আরএইচডি একজন পরামর্শদাতা নিয়োগেরও পরিকল্পনা করছে। এই পদ্ধতিটিও জিআরএমের সাথে যুক্ত হবে।

এই প্রকল্পের সামাজিক / পুনর্বাসন এবং পরিবেশগত সমস্যার অভিযোগসমূহ নিয়েও জিআরএম কাজ করবে। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিসহ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে অভিযোগ প্রাপ্তি ও এই অভিযোগসমূহ সমাধানের জন্য অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন করা হবে। জিআরসি-র সদস্যদের দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সামর্থ্য অর্জনের জন্য আরএইচডি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। জরিপের (সেনসাস) উপর ভিত্তি করে এটি বলা যায় যে, প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ও দ্রুত সমস্যার সমাধান করবে, এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যয়বহল ও সময়ক্ষেপণকারী আইনী প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবে। পদ্ধতিটি অবশ্য কোনো ব্যক্তির আইন-আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকারকে খর্ব করবে না। এক্ষেত্রে চার স্তরবিশিষ্ট অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা থাকবে; যেমনঃ প্রথমত স্থানীয় পর্যায়ে (উপজেলা), দ্বিতীয়ত জেলা পর্যায়ে, তৃতীয়ত পিআইইউ পর্যায়ে (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট) ও সবশেষে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে।

এই প্রকল্পের জিআরএম এর অংশটি এসআইএ তে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পটি এসআইএ তে উল্লেখিত নিয়মনীতি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চক্রাকারে অনুসরণ করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণিক ব্যবস্থাপনা

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের (এমওআরটিবি) আওতাধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) বাংলাদেশ সরকারের উইকেয়ার আরএইচডি প্রোগ্রামের নির্বাহী সংস্থা (ইএ) হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করছে। এই প্রকল্পের সকল অধ্যয়ন, নকশা এবং নির্মাণ কাজের জন্য আরএইচডি দায়বদ্ধ। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পরে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (ওঅ্যান্ডএম) জন্যও আরএইচডি দায়বদ্ধ থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সুরক্ষিত করার জন্য এমওআরটিবির নির্দেশিকা এবং সরকারের পরামর্শ অনুসারে আরএইচডি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, পুনর্বাসনের কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সুরক্ষা নথিপত্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। উইকেয়ার - আরএইচডি এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাটি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি); প্রকল্প পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ); এবং আরএইচডি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) দ্বারা গঠিত। কর্মসূচির সুরক্ষা বাস্তবায়নের যথাযথ পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য একজন বহিরাগত উপদেষ্টাও নিয়োগ করা হবে। এই প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষণিক ব্যবস্থাপনার অংশটি এসআইএ তে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পটি এসআইএ তে উল্লেখিত নিয়মনীতি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চক্রাকারে অনুসরণ করবে।

পুনর্বাসনের সম্ভাব্য বাজেট

পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দকৃত তহবিলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে প্রকল্পটি ২০১৯ সালে পরিচালিত এসইএস এবং আইওএল ভিত্তিক বাজেট ব্যবহার করবে যাতে ১৫% প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসআইএতে পুনর্বাসনের একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হয় যা চূড়ান্ত নকশার ভিত্তিতে আরপি প্রস্তুত হওয়ার পরে পরিবর্তন / হালনাগাদ (আপডেট) করা হবে।

নিরীক্ষণ (মনিটরিং)

পুনর্বাসনের পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নের জন্য আরএইচডি যথাযথ এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুনর্বাসনের নীতি কাঠামো অনুযায়ী পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। তদুপরি, এই প্রকল্পের বহিরাগত উপদেষ্টা প্রকল্পের জন্য তৈরী সমস্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রতিবেদন (ডিডিআর) পর্যালোচনা করবে। আরএইচডি প্রকল্প পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে এবং আরপি বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের পরিমাণ প্রকল্পের ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলির সমানুপাতিক হবে। পুনর্বাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনমূলক পদক্ষেপের নকশা করা, এই ইইএসএস অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান এবং উল্লেখযোগ্য স্বেচ্ছাসেবক পুনর্বাসনের প্রভাবসহ সমস্ত প্রকল্পের জন্য পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদির জন্য আরএইচডি উপযুক্ত পুনর্বাসন পেশাদার নিয়োগ করবে। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া হবে। পর্যবেক্ষণের এই প্রতিবেদন পর্যায়ক্রমে তৈরি করা হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সময়মতো পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আরএইচডি নিয়মিত উইকেয়ার -বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং আরপিএফ টি বিশ্ব ব্যাংক এর কম্প্যান্যান্ট হিসেবে এআইআইবি-উইকেয়ার কর্মসূচীর সহযোগী সুবিধা কিনা তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে যৌথভাবে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবে। প্রকল্পের মনিটরিং অংশটি এসআইএ তে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পটি এসআইএ তে উল্লেখিত নিয়মনীতি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চক্রাকারে অনুসরণ করবে।